খামারী ভাইদের চিঠির মাধ্যমে পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও পরামর্শ দিয়েছেন

ডা: মঈনউদ্দীন আহাম্মদ মামুন

প্রশ্নঃ আমি রাজশাহী সিটিকর্পোরেশনাধীন পদ্মা আবাসিক এলাকার ২০৩ নং বাসা, রোড় নং-৪ এর বাসিন্দা। আমার ছেলে নাবিল শখ করে ২টি গিনিপিগ এনে গত ছয় মাস যাবৎ পালন করে আসছে। আমার ছেলে নাবিল গিনিপিগ দুটোকে নিয়মিত কৃমিমুক্ত রাখার জন্য স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শমত প্রতি ৩ মাসে একবার এদের কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করে থাকে।

গত এক সপ্তাহ যাবৎ একটি গিনিপিগের চোয়ালের হাড়ের জোড়ার কাছে ফুলে গেছে। গত ৩/৪ দিন যাবৎ গিনিপিগটি কিছু খায় না। এমতাবস্থায়, আমার ছেলের মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। কারণ সে গিনিপিগটি বাঁচবে কি বাঁচবেনা বলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। অনুগ্রহপূর্বক যদি জানাতেন এটি গিনিপিগের কি রোগ, এটা কি কারণে হয়। আর এটা চিকিৎসার জন্য আমাদের কি করণীয়, তাহলে বড়ই উপকৃত হোতাম।

মানিক
২০৩/পদ্মা আবাসিক এলাকা
রাজশাহী

উত্তরঃ ভাই মানিক আপনার পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আপনার ছেলের অসুস্থ গিনিপিগের কি রোগ হয়েছে জানতে চেয়েছেন। এও জানতে চেয়েছেন যে এ অবস্থায় আপনাদের কি করণীয়। আপনি এটাও জানিয়েছেন যে আপনার ছেলে গিনিপিগ দুটোকে নিয়মিত কৃমিনাশক খাওয়ায়। তবে আপনি আপনার বর্ণনায় জানান নাই যে, গিনিপিগ দুটোকে কাঠের বাক্সে অথবা প্লাস্টিকের বক্সে নাকি তারের খাঁচায় রেখে পালন করেন।

কারণ, যে সমস্ত গিনিপিগ তারের খাঁচায় রাখা হয় সে সমস্ত গিনিপিগ অনেক সময় তারের খাঁচার বেড়ে থাকা তারের কারণে অনেক সময় ছোট খাটো আঁচড় লেগে শরীরের বিভিন্ন অংশ আক্রান্ত হতে পারে। তাছাড়াও গিনিপিগগুলো অনেক সময় মুক্ত অবস্থায় খাঁচা বা বক্সের বাহিরে থাকাকালীন সময় বাড়ীর বিভিন্ন স্থনে থাকা সূচালো কোন বস্তুর কারণে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কেটে যাওয়া বা আঁচড় লেগে আহত হতে পারে।

উপরে বর্ণিত অবস্থার ফলে, উক্ত গিনিপিগগুলোতে তাদের ঐ সমস্ত আক্রান্তস্থানে স্ট্রেপটোকোক্কাস জুইপিডিমিকাস অথবা স্ট্রেপটোকোক্কাস মনিলিফরমিস নামক ব্যাক্টেরিয়া আক্রান্ত স্থানে সংক্রমণ ঘটায়। ফলে এ ব্যাক্টেরিয়াগুলো আক্রান্ত স্থানের ক্ষত থেকে রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন স্থানের লসিক গ্রন্থীতে (Lymph Node) সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। এ ধরনের সংক্রমণ যখন ঘটে তখন প্রাথমিক অবস্থায় লসিকা গ্রন্থীগুলো প্রদাহের কারণে ফুলে যায়। তখন শরীরের তাপমাত্রা বাড়ার কারণে গিনিপিগের জ্বর ও ব্যথার

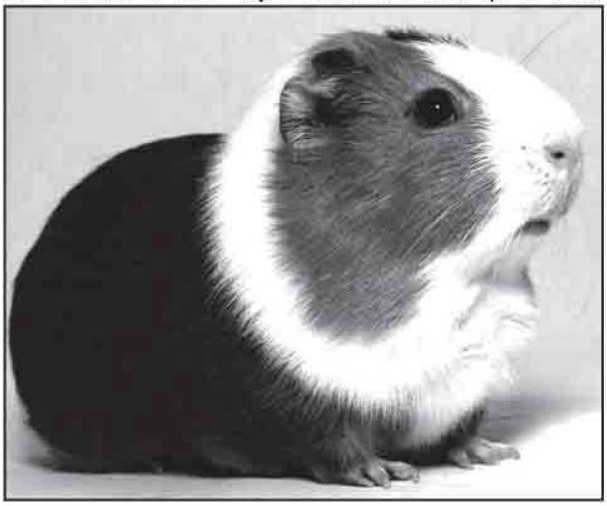

কারণে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। পরে ঐ সমস্ত ফোলা স্থানে আস্তে আস্তে পুঁজ তৈরি হয়ে আরো ফুলে যায়। তখন এ স্থানগুলোকে সাধারণ ভাষায় আমরা ফোড়া হয়েছে বলে থাকি। প্রাণিচিকিৎসার ভাষায় এটাকে আমরা সার্ভাইক্যাল লিম্ফ এ্যাডেনাইটিস বলে সনাক্ত করে থাকি।

যাহোক, এমতাবস্থায়, আপনার কাছে আমার পরামর্শ যে আপনি গিনিপিগটিকে স্থানীয় সরকারি প্রাণিচিকিৎসা হাসপাতালে যতশীঘ্র সম্ভব নিয়ে যাবেন। সেখানে ডাক্তারগণ আপনার ছেলের অসুস্থ গিনিপিগ এর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সেটা ঔষধ বা অস্ত্রপচারও হতে পারে।

গিনিপিগ তারের খাঁচায় না রেখে প্লাস্টিক বক্সে রাখলে ভালো হবে। সুতরাং আপনি যদি তারের খাঁচা ব্যবহার করে থাকেন তাহলে তা প্লাস্টিক বক্সে স্থানান্তর করবেন।

প্রশ্নঃ আমার ছোট্ট একটি ভেড়ার খামার আছে। সেখানে মোট ভেড়া আছে ১টা, গাঁড়ল আছে ১টা, ভেড়ী আছে মোট-২২টি, সর্বমোট আছে ২৪টি। আমি ভেড়াগুলোকে পর্যাপ্ত ঘাস দিতে পারি না। তবে সকালে প্রতি ভেড়াকে মোটা চকৎলাদার গমের ভূষি, ধানের অটো ভূষি এবং কিছু ভুট্টা আধা ভাঙ্গা মিক্সচার ৭৫ গ্রাম সকালে এবং ৭৫ গ্রাম বিকালে নিয়মিত দেয়া হয়ে থাকে। কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি ৪/৫টি ভেড়া কাঠ, প্লাস্টিক, পলিথিন ব্যাগ, কাগজ এমন কি নিজের প্রস্রাব নিজে খায়। এ কু অভ্যাস কি কোন রোগ? এটা কিভাবে দূর করতে হবে জানালে খুশী হবো। ধন্যবাদ।

ইঞ্জিনিয়ার তৌহিদ
রহনপুর
চাঁমাইনবাবগঞ্জ

উত্তরঃ ভাই তৌহিদ, আপনার পত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনার মত শিক্ষিত একজন ইঞ্জিনিয়ার যে ভেড়ার খামার করেছেন সে জন্য আবারও ধন্যবাদ। আপনি জানিয়েছেন যে, আপনার ভেড়াগুলো পর্যাপ্ত ঘাস পায় না। এও জানিয়েছেনন যে আপনার খামারের ৪/৫টি ভেড়া পলিথিন, কাগজ, কাঠ, মাটি ইত্যাদিই শুধু খায় না, তারা তাদের নিজের প্রস্রাব নিজে খায়। জানতে চেয়েছেন এটা কোন কু অভ্যাস নাকি কোন রোগ? এ সমস্যা কি ভাবে দূর করতে হবে তাও জানতে চেয়েছেন?

ভাই, জনাব তৌহিদ আপনার ভেড়াগুলোকে আপনি নিয়মিত সকাল ও বিকালে তিনটি ভূষির মিক্চার ৭৫ গ্রাম করে প্রতি দিন খেতে দিন। সেটা খুবই ভালো। আপনি কিন্তু জানান নাই আপনার ভেড়াগুলোকে কোন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবার দৈনিক দেন কিনা অথবা এগুলোকে নিয়মিত কৃমি মুক্তকরণ ঔষধ খাওয়ানো হয় কি না। অথবা খামারের ভেড়াগুলোকে কোন টিকা প্রয়োগ করা হয় কি না; তা জানান নাই।

যহোক, আপনার ৪/৫টি ভেড়া না না ধরনের অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে থাকে। যদিও এগুলো কুখাদ্য তবুও এ অভ্যাসটি কু অভ্যাস নয়। এটি খনিজ লবণ বা ভিটামিনের অভাব জনিত একটি রোগ। এ রোগটিকে প্রাণিচিকিৎসার ভাষায় "পিকা" রোগ বিষয়ে চিহ্নত করা হয়। এ রোগ শুধু ভেড়ায় যে হয় তা নয় এটি গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি প্রাণীতেও হতে পারে। প্রাণীর খাদ্যে খনিজ লবণ এবং ভিটামিনের অভাব হলে এটি দেখা দেয়। আপনি আপনার ভেড়ার খাদ্যে সবুজ ঘাস দিতে পারেন না সঠিক পরিমাণে। তাছাড়াও আপনি এদের খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাংগাঞ্জি, কপার, ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাদ্য সহোযোগ যোগ করেন নাই বিধায় এমন ধরনের রোগ রক্ষণ ভেড়াতে দেখাচ্ছে।

উল্লেখিত সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ পেতে আপনার ভেড়ার জন্য নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

১। খামারের সকল ভেড়ার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ একটা খাদ্য তালিকা থাকতে হবে। যাতে ভেড়াগুলোর আমিষ, চর্বি, শর্করা, খনিজ লবণ, ভিটামিন এবং প্রযাপ্ত পানযোগ্য পানির অভাব না থাকে।

২। ভেড়াগুলোকে কোন রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ মত এ্যানথ্রাক্স এবং পিপি আর রোগের টিকা নিয়ম মাফিক করে যেতে হবে। তাছাড়া প্রতি ৩ মাসের ব্যাবধানে কৃমির ঔষধ নিয়মিত খাওয়াতে হবে।

৩। এদের (ভেড়া/ভেড়ী/বাচ্চা) জন্য পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে।

৪। প্রতি বছর গ্রীষ্ম কালের শুরুতে সকল ভেড়ার গায়ের লোম কেটে দিতে হবে।

৫। আপনার খামারে প্রতি সেডে ১০-১৫টির বেশি ভেড়া রাখা যাবে না।

৬। খামারে নতূন ক্রয় করা ভেড়া/ভেড়ীর জন্য সতন্ত্র আইসোলেশন সেড থাকতে হবে।

৭। খামারে অসুস্থ হওয়া বা রোগাক্রান্ত ভেড়ার জন্য পৃথক (দূরবর্তী স্থানে) চিকিৎসা আইসোলেশন সেড থাকতে হবে।